কৃষিবিদ ড. এম. মতলুবর রহমান

মহাপরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত), বিএআরআই, গাজীপুর

(মেয়াদকালঃ ০১-০৭-১৯৮৩ থেকে ১১-০৮-১৯৮৪)

কৃষিবিদ ড. এম মতলুবর রহমান বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন কৃষি বিজ্ঞানী। তিনি ১৯৩৯ সনের ২৮ নভেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বশির উদ্দিন আহমেদ এবং মাতা মোসাম্মৎ ছফুরা খাতুন।

তিনি পীরগাছা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সনে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১ম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬২ সনে ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, ঢাকা (বর্তমান শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) হতে বি.এজি ডিগ্রি লাভ করেন এবং ইউনিভার্সিটি অব দ্যা ফিলিপিন্স থেকে প্লান্ট ব্রিডিং-এ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

চাকুরি জীবনের শুরুতে তিনি কৃষি বিভাগে সায়েন্টিফিক অফিসার পদে যোগদান করেন। সুগারকেইন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, এটোমিক এনার্জি সেন্টার, বিএআরআই এবং ১৯৯০ সন পর্যন্ত বিএআরসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর, ১৩ বৎসর উগান্ডায় আন্তর্জাতিক সংস্থার কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

চাকুরিকালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিনা) প্রতিষ্ঠায় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উচ্চফলনশীল জাতের ধান ইরাটম-২৪ এবং ইরাটম-৩৮ উদ্ভাবনেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আখের দু'টি উচ্চফলনশীল জাতেরও উদ্ভাবক ড. মতলুবর রহমান। বাংলাদেশে ভুট্টা চাষ প্রচলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর অনন্য ভূমিকা ছিল।

যদিও বর্ষীয়ান এ কৃষিবিদ সরাসরি বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে পেরেছেন মাত্র ১৯ বছর কিন্ত যাঁরা বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে নিরন্তর কর্মসাধনা চালিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন কিংবদন্তি। স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুর দিকে কৃষি গবেষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে অপরিসীম অবদান রেখেছেন। কৃষিতে তার অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'চ্যানেল আই কৃষি পদক ২০১৪' এ আজীবন সম্মাননা পদকে ভূষিত হন। পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত কিন্তু হৃদয় ও মস্তিষ্ক নাড়িয়ে দেয়া বক্তৃতায় তিনি বলেন, "এ পুরস্কার আমার কাছে এজন্য বড় না যে, আমি একটি পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছি কিন্তু এ কারণে অনেক বড় যে, আমার এখন মনে হচ্ছে, ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে তিরস্কারের পরিবর্তে এখন উপযুক্ত সম্মানও দিতে পারছে বাংলাদেশ।"

তাছাড়া তিনি নানা সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ২০১২ সন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কৃষিবিদ সমবায় সমিতি'র সভাপতি হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। স্বনামধন্য ও প্রথিতযশা এই বিজ্ঞানী ৩ এপ্রিল ২০২৩ শাহাদৎ বরণ করেন।